যুগান্তর

তারিখ 14 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংগঠনগুলো : গা ঝাড়া দিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে। ছাত্রলীগ ২৫ জুলাই আওয়ামী লীগের কাউন্সিল শেষে ছড়িয়ে পড়বে সারাদেশে। আর ছাত্রদল আগামী মাসে মাঠে নামছে।

ছাত্রলীগ

ছাত্রলীগের একাধিক দায়িত্বশীল ও ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, তারা তাদের এক নম্বর জেলা শাখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংগঠন গোছানোর কার্যক্রম শুরু করেছে। ১১ জুন প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সংগঠনের শীর্ষ নেতারা সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেন বলে জানা যায়। সে অনুযায়ী নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি আবাসিক হল শাখার কমিটি গঠনের কাজ শুরু করেন। সূত্র জানায়, যদিও ইতিমধ্যে হল কমিটির শীর্ষ পদগুলোতে নিজ নিজ কোটারি নেতাকর্মীকে বসানো নিয়ে কেন্দ্রীয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শীর্ষ চার নেতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকে 'নো ছাড়' পজিশনে থাকায় কমিটি ঘোষণা বিলম্বও হচ্ছে। কিন্তু এবার কমিটি ঘোষণা হবেই বলে জানালেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন। তিনি জানান, শিগগিরই হল কমিটিগুলো ঘোষণা হবে। এরপরই সারাদেশে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ শুরু হবে। ২০০৬ সালের ৩ এপ্রিল হয়েছে বর্তমান কমিটি। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দু'বছরের জন্য গঠিত হয় ছাত্রলীগের কমিটি। সে হিসেবে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। আবার এ কমিটি দায়িত্ব লাভের পর গত তিন বছরে তারা একটিমাত্র জেলা শাখা— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠন করেছে। এই শাখার মেয়াদও ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

জানা যায়, ছাত্রলীগের বিগত লিয়াকত-বাবু কমিটি ৬৫টি জেলা শাখা গঠন করে গেছে। ওইসব কমিটির বয়সও ৩ বছর পার হয়ে কোন কোনটি ৪ বছর পর্যন্ত হয়েছে। বাকি যে ২২টি কমিটি রয়েছে সেগুলোর বয়স সর্বনিম্ন ৫ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত হয়েছে। ছাত্রলীগ সূত্রগুলো জানায়, শুধু কেন্দ্রীয় বা ঢাবি শাখা নয়, ছাত্রলীগের যে ৮৭টি জেলা শাখা রয়েছে, তার অধিকাংশেরই মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী উত্তর ও দক্ষিণ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর ও দক্ষিণসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শাখাকে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে বিবেচিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ ১৪টি শাখার ১৩টিরই মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯ থেকে সর্বনিম্ন ৫ বছর হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠিত হয়েছে ২০০৩ সালে। ঢাকা মহানগর কমিটির মেয়াদ ইতিমধ্যে ৭ বছর এবং চট্টগ্রাম কমিটির প্রায় ৯ বছর পার হয়েছে। সূত্র জানায়, এসব শাখার মধ্যে প্রাথমিকভাবে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫টি জেলা শাখার কমিটি গঠনের লক্ষ্যে কার্যক্রম নেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। এ শাখা হচ্ছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। এছাড়া যশোর, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ এবং ঝিনাইদহ শাখার কমিটিও গঠিত হবে। ছাত্রলীগ সভাপতি জানান, পর্যায়ক্রমে সব জেলা শাখার কমিটিই গঠিত হবে। এ ব্যাপারে তারা শিগগিরই বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। আর সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন জানান, বিভিন্ন জেলা শাখার জন্য ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে টিম গঠন করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ জেলায় যাবেন। সরেজমিন পরিদর্শন এবং কর্মিসভার মাধ্যমে সংগঠনের খোঁজখবর নেয়া ছাড়াও এসব জেলা শাখার কমিটি কিভাবে গঠন করা যায় সে ব্যাপারে তারা সুপারিশ তৈরি করবেন। পরবর্তীকালে কমিটি ঘোষণা করা হবে। সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটিগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এর পরপরই বিভিন্ন মহানগরী কমিটির দিকে হাত দেয়া হবে। ছাত্রলীগ সভাপতি জানান, সংগঠনকে সারাদেশে পুনর্গঠন শেষে তারা জাতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করবেন।

ছাত্রদল

ছাত্রদল আগামী মাসেই মাঠে নামবে। এর আগে চলতি মাসে তারা কমিটি পূর্ণাঙ্গ করবে। জানা গেছে, সংগঠনটির যে ৮০টি জেলা শাখা রয়েছে, তার প্রায় সবগুলোরই মেয়াদ সাড়ে ছয় বছর পার হয়েছে। সর্বশেষ পিন্টু-হেলাল কমিটির আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছিল। বিশেষ করে ২০০২ সালের শেষদিকে সাহাবউদ্দিন লাল্টু আহ্বায়ক থাকাকালে তারেক রহমানের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে তিন মাসের মধ্যে ১১টি টিমের মাধ্যমে এসব কমিটি গঠিত হয়েছিল।

সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলিম জানান, এবারও তারা ২০০২ সালের আদলে ১১টি টিমের মাধ্যমে সারাদেশে সংগঠনকে চাঙ্গা করবেন। এবার সময় দেয়া হবে পাঁচ মাস। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তারা সব জেলায় কর্মিসভার মাধ্যমে প্রাথমিক কাজ শুরু করবেন। পরবর্তীকালে সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হবে। আর এ কার্যক্রম বগুড়ার গাবতলী থানায় প্রথম সভার মাধ্যমে শুরু হবে।

সিনিয়র সহ-সভাপতি শহীদুল ইসলাম বাবুল জানান, তাদের কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা মহানগরীর দু'শাখার কমিটি ভেঙে দেয়া হয়েছে। চলতি সপ্তাহে তারা এই তিন শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবেন। আহ্বায়ক কমিটি থানা ইউনিটগুলো পুনর্গঠন করবে। তিনি জানান, এভাবে অন্যান্য জেলা শাখাগুলোও তারা পুনর্গঠন করবেন। তবে কোন কমিটি আগে ভেঙে নয়, বরং জেলা শাখাগুলোর আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হবে। তারাই থানা ইউনিট গঠন শেষে জেলা সম্মেলনের ব্যবস্থা করবে। জেলা সম্মেলনের আগে ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন কমিটি গঠন করতে হবে।

সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু জানান, চেয়ারপারসন (খালেদা জিয়া) তাদের সময় দিয়েছেন নিষ্ক্রিয় ছাত্রদলকে পুনর্গঠন করে সক্রিয় ও চাঙ্গা করতে। কমিটির মেয়াদ ছয় মাস। তারা এ সময়ের মধ্যেই দায়িত্ব শেষ করবেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ২০০২ সালে তিন মাসের মধ্যে সারাদেশের কমিটি গঠন করা হয়। এবার আরও দু'মাস বেশি সময় পাওয়া যাচ্ছে। তিনি জানান, নেতাকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতায় এবারও তারা সফল হবেন। তিনি জানান, তারা ইতিমধ্যে ডাকসু নির্বাচনসহ ঢাবির হলে হলে ছাত্রদের সহাবস্থান দাবি করেছেন। সংগঠন গোছানোর কর্মসূচির পাশাপাশি তারা ছাত্রস্বার্থ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন।

বামপন্থী ছাত্র সংগঠন

ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশনসহ বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠন রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব সংগঠনের মধ্যে যেগুলো মহাজোট সরকারের অংশ হিসেবে রয়েছে, তারা 'আয়েশি মেজাজে' রয়েছে। নিয়মিত ক্যাম্পাসে আসছে। এছাড়া সংগঠন নির্দেশিত বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। তবে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশনসহ অন্য সংগঠনগুলো ছাত্র এবং জাতীয় স্বার্থকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। এগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যে ছাত্রফ্রন্ট এবং ছাত্র ফেডারেশন গার্হস্থ্য অর্থনীতিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ঘোষণার আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সমর্থন দেয়। ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্যান্য সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ইভিনিং কোর্স বন্ধের আন্দোলনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এসব সংগঠন টিপাইমুখে বাঁধের প্রতিবাদে এবং ভারতীয় হাইকমিশনারকে প্রত্যাহারের দাবিতেও কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মসূচিও পালন করছে এ সংগঠনগুলো।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে ছাত্র সংগঠনগুলো

ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল ঘর গোছাতে নামছে আগস্টে

মুশতাক আহমদ

নিজ স্বরূপে ফিরছে ছাত্র রাজনীতি। দীর্ঘ বিরতির পর বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ফের গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। ছাত্রস্বার্থ ও জাতীয় ইস্যুসহ নিজ নিজ সংগঠনকে গোছানোর নানা কর্মসূচি নিয়ে এখন তারা সক্রিয়। কোন কোন ছাত্র সংগঠন ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচি পালন করছে। যারা মাঠে নেই তাদের অনেকেরই কর্মসূচি চূড়ান্ত হওয়ার পথে, যা দু-একদিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সংগঠনগুলোর গৃহীত কর্মসূচির বেশির ভাগই সংগঠনে কর্মী ভেড়ানোর মতো কর্মসূচি। এগুলোর মধ্যে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হল-ডাইনিংয়ের খাবারের মান বৃদ্ধি, ভর্তি ফি বৃদ্ধি, বাণিজ্যিকীকরণের কবল থেকে শিক্ষাকে রক্ষা আর টিপাইমুখ বাঁধ প্রতিহত এবং ভারতীয় হাইকমিশনারকে প্রত্যাহার দাবি ইস্যুতে সক্রিয়। আর ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের কর্মসূচি হচ্ছে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সারাদেশে সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন প্রক্রিয়া। জানা গেছে, ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল ইতিমধ্যে সারাদেশে তাদের সংগঠন গোছানোর কর্মসূচি চূড়ান্ত

সংগঠনগুলো : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১